পুলিশ সপ্তাহ ২০১৬

বাংলাদেশ পুলিশ

২৬ জানুয়ারি, ২০১৬

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

১৩ মাঘ ১৪২২
২৬ জানুয়ারি ২০১৬

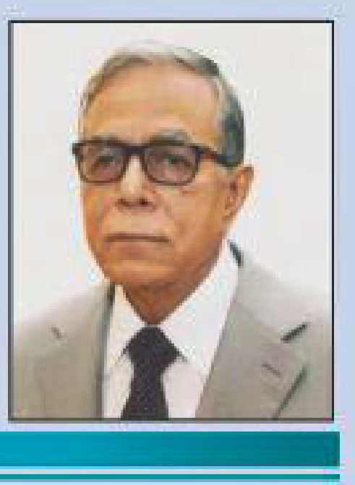

বাণী

পুলিশ সপ্তাহ ২০১৬ উপলক্ষে বাংলাদেশ পুলিশের বর্তমান ও প্রাক্তন সকল সদস্যকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বাঙালি জাতির গৌরবময় শ্রেষ্ঠ অর্জন মহান স্বাধীনতা। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনালগ্নে রাজারবাগ পুলিশ লাইনস্-এ পাক হানাদারের বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন বীর পুলিশ সদস্যরা। আমি মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধের গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনাকারী পুলিশ সদস্যগণকে পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি এবং যাঁরা দেশ মাতৃকার জন্য নিজেদের প্রাণ অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত বাংলাদেশ পুলিশ। শতাব্দীর ঐতিহ্যবাহী এ প্রতিষ্ঠানটি জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ দমনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে যা সর্বমহলে প্রশংসিত। 'শৃঙ্খলা-নিরাপত্তা-প্রগতি' এ মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে বাংলাদেশ পুলিশ জনসেবা প্রদান ও জননিরাপত্তা বিধানে আরো পেশাদার এবং আন্তরিক হবে-এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনেও দক্ষতা ও পেশাদারীত্বে অনন্য স্বাক্ষর রেখে বাংলাদেশ পুলিশ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সুনাম অর্জন করেছে এবং দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে ইতিবাচক অবদান রাখছে। বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিটি সদস্য দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে নিজেদেরকে জনগণের বন্ধু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে বলে আমার বিশ্বাস।

বর্তমান সরকার পুলিশকে আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর ও জনবান্ধব প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সেবার মহান ব্রতে উজ্জীবিত হয়ে বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিটি সদস্য নিবিড় জনসম্পৃক্ততার মাধ্যমে আন্তরিকভাবে কাজ করে জনগণের প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম হবেন- এটাই সকলের প্রত্যাশা।

আমি পুলিশ সপ্তাহ ২০১৬ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ পুলিশ বার্ষিক পুলিশ সপ্তাহ ২০১৬ উদ্‌যাপন করছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি এ শুভক্ষণে বাংলাদেশ পুলিশের সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে এবং জননিরাপত্তা বিধানে যেসব বীর পুলিশ সদস্য আত্মোৎসর্গ করেছেন, আমি তাঁদেরকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিধান, অপরাধ দমন, সন্ত্রাস মোকাবেলা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় পেশাদার, দক্ষ, জনবান্ধব এবং জবাবদিহিমূলক পুলিশ বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে বর্তমান সরকার পুলিশের জন্য ব্যয়িত অর্থকে 'ব্যয় নয়, বিনিয়োগ' হিসেবে বিবেচনা করে।

নানাবিধ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বাংলাদেশ পুলিশ জনসাধারণের নিরাপত্তা বিধান, জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ দমন, জাতীয় ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনসহ গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টসমূহ সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পাদনে যথোপযুক্ত ভূমিকা পালন করছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিশ্বের বিভিন্ন যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং মানবিক সহায়তা প্রদানে আমাদের পুলিশ সদস্যবৃন্দের অনন্য অবদান ও গৌবরদীপ্ত ভূমিকা বাংলাদেশের সম্মান বৃদ্ধি করছে।

পুলিশ সপ্তাহের নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে পুলিশ সদস্যদের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া ও অভিজ্ঞতা বিনিময় জনবান্ধব পুলিশ গঠনে সুদূর প্রসারী ভূমিকা রাখতে সহায়ক হবে-বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি পুলিশ সপ্তাহ ২০১৬ এর সকল আয়োজনের সার্বিক সফলতা কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আসাদুজ্জামান খাঁন,এমপি

সিনিয়র সচিব
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পুলিশ সপ্তাহ ২০১৬ নানা আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজনের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি এ উপলক্ষে বাংলাদেশ পুলিশের সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

একটি পেশাদার, দক্ষ ও জনবান্ধব পুলিশ গণতান্ত্রিক সমাজের দর্পণ। একটি দেশের উন্নয়ন কর্মসূচি সার্বিকভাবে বাস্তবায়নের অন্যতম শর্ত হলো স্থিতিশীল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি। আর স্থিতিশীল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নির্ভর করে একটি সু-শৃঙ্খল দক্ষ পুলিশ বাহিনীর উপর। বাংলাদেশ পুলিশ পূর্বের যে কোন সময়ের থেকে অত্যন্ত শৃঙ্খলা আর দক্ষতার সাথে সমাজে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সুষ্ঠু রাখতে সদা সচেষ্ট রয়েছে। জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ দমন এবং অপরাধ নিয়ন্ত্রণে পুলিশ সদস্যগণ পেশাদারিত্ব ও নিষ্ঠার সাথে তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে আসছে। দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট এবং আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করেও বাংলাদেশ পুলিশ সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। জঙ্গি ও অপরাধী গ্রেফতার, অস্ত্র ও মাদকদ্রব্য উদ্ধার, সন্ত্রাস দমন, প্রযুক্তি নির্ভর অপরাধসহ সকল প্রকার অপরাধ নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ পুলিশ বিশেষ দক্ষতা ও সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার এর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ পুলিশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অত্যন্ত আন্তরিক। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ পুলিশ একটি আধুনিক তথ্য প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠছে। পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাদের মনোবল অটুট রাখতে বাংলাদেশ সরকার যথাযথ প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। বিদেশে মিশনের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রশিক্ষণে পুলিশ কর্মকর্তাদের প্রেরণ করা হচ্ছে। সরকারের **রূপকল্প-২০২১** বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পুলিশ তার উপর অর্পিত সকল দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে এটাই আমার প্রত্যাশা।

আমি পুলিশ সপ্তাহ ২০১৬ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

বিশেষ ক্রোড়পত্র

শেখ হিমায়েত হোসেন, পিপিএম
এডিশনাল ইন্সপেক্টর জেনারেল, সিআইডি
বাংলাদেশ পুলিশ

জঙ্গিবাদ ঃ বৈশ্বিক পরিসর ও বাংলাদেশ

বিশ্বায়নের ফলে পৃথিবী আজ একটি গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত হয়েছে। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় বিষয়গুলো পরস্পর সম্পর্কিত হওয়ায় রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে একে অপরের উপর নির্ভরশীলতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সভ্যতা মানুষের জীবনকে একদিকে যেমন উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে যাচ্ছে অপরদিকে সন্ত্রাসবাদ মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলছে। সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসী তৎপরতা অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর হচ্ছে। সন্ত্রাসীরা তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিশ্বজুড়ে অপ্রতিরোধ্য নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে। ২০০৭ থেকে ২০১২ সন পর্যন্ত সারা বিশ্বে সন্ত্রাসী হামলার ধারাবাহিকতা কিছুটা কমে আসলেও ২০১৩ সনের শুরু থেকে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

"One man's terrorist is another man's freedom fighter" এজন্যেই হয়তো আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সন্ত্রাসবাদের কোন সীমারেখা টানতে সক্ষম হয়নি। বিধ্বংসী কার্যকলাপ যা জনমনে ভয়-ভীতির উদ্রেক ঘটায়; রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় অথবা যে কোন আইন পরিপন্থী কাজ, গোষ্ঠীগত হীন স্বার্থ অর্জনের উদ্দেশ্যে জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা ইত্যাদি কার্যাবলীই সন্ত্রাসী কর্মকান্ড বলে সমধিক স্বীকৃত।

উনিশ শতকের শেষের দিকে মৌলবাদী রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিকাশ ঘটে। আধুনিক মারণাস্ত্র আবিষ্কারের ফলে অনেক ছোট-বড় সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিশ্ব দুটি বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা অর্জন করে এবং সারা বিশ্বে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটে। আন্তর্জাতিক সমস্ত নিয়মনীতি লঙ্ঘিত হওয়ায় পৃথিবী অস্থির হয়ে ওঠে এবং ক্ষমতার মেরুকরণের ফলে অর্থনৈতিক ও সামরিক জোট তৈরি হয়।

পরাশক্তিশালী দেশগুলো সাম্প্রতিক সময়ে সিরিয়া ও ইরাকে ইসলামিক স্টেট (আইএস) এর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করছে। সম্প্রতি আইএস ফ্রান্সে সন্ত্রাসী হামলা চালায় যাতে ১৩০ জন নিহত ও প্রায় চার শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়। বর্তমানে আইএস বিরোধী সামরিক কর্মকান্ড বহুমাত্রিকতা পেয়েছে। একদিকে যেমন পশ্চিমা বিশ্বের পরাশক্তিধর দেশগুলো জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করছে, অপরদিকে ইসলামিক স্টেট নতুন নতুন দেশকে সন্ত্রাসী হামলার হুমকি দিচ্ছে। সিরিয়া ও ইরাকে ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় ঘটে চলছে। বিপদসংকুল সাগর পাড়ি দিয়ে অভিবাসীরা জার্মানী ও ফ্রান্সসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আশ্রয় গ্রহণ করার চেষ্টা করছে। শুধু সিরিয়াতে প্রায় ২ লক্ষ মানুষের প্রাণহানী ঘটেছে, ৭০ লক্ষ মানুষ বাস্তুহারা, ৪২ লক্ষ মানুষ বিভিন্ন দেশে আশ্রয় গ্রহণ এবং ১ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ আন্তর্জাতিক সাহায্যের আশ্রয় প্রার্থনা করছে মর্মে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে। আফ্রিকায় বোকো হারাম ও আল শাবাব একই ধরনের সন্ত্রাসী তৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে, ফলে দিন দিন সেখানকার পরিস্থিতিও জটিলতর হতে চলেছে।

বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসী হামলায় সরকারি স্থাপনা, প্রতিরক্ষা ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয়স্থান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যানবাহন, সাংবাদিক, মিডিয়া, কূটনৈতিক, এনজিও, বিমান ও বিমানবন্দর, টেলিযোগাযোগ, খাদ্য ও পানি সরবরাহ, নৌপথ ও নৌযান-কে লক্ষ্যবস্তু হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। GTI (Global Terrorism Index) 2014 এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী জঙ্গি হামলায় আক্রান্ত দেশ হিসেবে ইরাক প্রথম স্থানে অবস্থান করছে। এতে আফগানিস্তান ২য়, পাকিস্তান ৩য়, ভারত ৬ষ্ঠ, বাংলাদেশ ২৩তম, যুক্তরাজ্য ২৭তম এবং যুক্তরাষ্ট্র ৩০তম স্থানে অবস্থান করছে।

GTI (Global Terrorism Index) 2014 অনুযায়ী ২৩তম স্থানে অবস্থান করা সত্ত্বেও স্বার্থান্বেষী কিছু গণমাধ্যমের অপপ্রচারের মাধ্যমে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশকে একটি সন্ত্রাস কবলিত দেশ হিসেবে পরিচিতি দেয়ার অপচেষ্টা চলছে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ও গোয়েন্দা অনুসন্ধানে বাংলাদেশে আইএস কিংবা অন্যকোন আন্তর্জাতিক জঙ্গি গোষ্ঠীর অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। ধর্মীয় উগ্রবাদী কর্তৃক ব্লগারদের ওপর হামলা, পুরান ঢাকায় তাজিয়া মিছিলে গ্রেনেড হামলা, বগুড়ায় শিয়া মসজিদে বেপরোয়া গুলিবর্ষণ, আশুলিয়ায় পুলিশ হত্যা, ঢাকা, রংপুর ও দিনাজপুরে বিদেশী নাগরিক হত্যা ও হত্যার চেষ্টা, কতিপয় খ্রীষ্টান ধর্মযাজকের ওপর হামলা ইত্যাদি ঘটনা ইতোমধ্যে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক চিহ্নিত পূর্বক অপরাধীদেরকে আইনের আওতায় আনা হয়েছে। বিচ্ছিন্ন উগ্রবাদী গোষ্ঠী বা অন্য যে কোন সন্ত্রাসীর অপতৎপরতা দমনে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী সর্বাত্মক শক্তি প্রয়োগ করেছে। বর্তমান সরকার এ ব্যাপারে জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করায় অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে জঙ্গি তৎপরতা সফলভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়েছে, যা আন্তর্জাতিকভাবেও স্বীকৃত।

জঙ্গি বা সন্ত্রাসী গোষ্ঠী প্রশিক্ষণ ও জঙ্গি কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য আস্তানা স্থাপনে সাধারণতঃ দুর্গম, পাহাড়ী, কিংবা ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা বেছে নেয়। জঙ্গিদের সফলভাবে দমন ও মূলোৎপাটন করার লক্ষ্যে এদের উদ্ভব, নেপথ্যের দর্শন, উদ্দেশ্য, অর্থের যোগান ও সাংগঠনিক কাঠামো সম্পর্কে পুলিশ বাহিনীকে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। তবেই যে কোন জঙ্গি সংগঠন সেটি ধর্মীয় উগ্রবাদী কিংবা অন্য কোন সন্ত্রাসী সংগঠনই হোক, দমন করা সহজসাধ্য হবে।

জঙ্গি তৎপরতা দমন ও নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ পুলিশ নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিচ্ছে -

- জঙ্গি তৎপরতা প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশে একটি বিশেষায়িত বাহিনী গঠন করা হচ্ছে, ফলে দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ পুলিশ কর্মকর্তাদের সার্বিক তত্ত্বাবধানে জঙ্গিদের উত্থান, প্রচার, রিক্রুটমেন্ট কার্য প্রক্রিয়া ইত্যাদি নিবিড়ভাবে বিশ্লেষণ এবং পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে জঙ্গি দমন ও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।
- স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুস্থ চিন্তাধারার আধুনিক ও মুক্তমনা আদর্শের শিক্ষাব্যবস্থার আয়োজন করতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে।
- ইন্টারপোলের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপনসহ বাংলাদেশ পুলিশের ইমিগ্রেশন সিস্টেমকে আধুনিকায়ন করা হয়েছে। ফলে যাত্রীদের বহির্গমন ও প্রবেশের ক্ষেত্রে যথাযথ মনিটরিং এর মাধ্যমে বাংলাদেশে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠনের সদস্যদের আগমন ও বাংলাদেশ হতে বহির্বিশ্বে জঙ্গি সংগঠনে যোগদান প্রতিহত হচ্ছে।
- সন্ত্রাস বিরোধী আইন অনুযায়ী নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠনগুলোর উপস্থিতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে স্থানীয় জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধিতে কমিউনিটি পুলিশিং এর মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
- বাড়িভাড়া দেয়ার ক্ষেত্রে ভাড়াটিয়াদের যথাযথ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করায় বাড়ির মালিকগণ ভাড়াটিয়াদের তথ্য স্থানীয় পুলিশকে প্রদান করছেন। ঢাকা শহরসহ দেশের আবাসিক হোটেলসমূহে বোর্ডারগণের জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি সন্নিবেশিত করে রেজিস্ট্রারে নাম অন্তর্ভূক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সকল নাগরিকের সক্রিয় সহায়তা প্রয়োজন রয়েছে।
- বর্তমানে বিভিন্ন জঙ্গিগোষ্ঠী কর্তৃক ইন্টারনেটকে অপরাধ সংঘটনে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার এবং সাইবার অপরাধ বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ পুলিশ, সিআইডিতে দেশের প্রথম ও পূর্ণাঙ্গ সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর মাধ্যমে সার্বক্ষণিক অনলাইন মনিটরিং কার্যক্রম চালু করা হয়েছে এবং সাইবার অপরাধ তদন্তে ও ডিজিটাল ফরেনসিকস এর ক্ষেত্রে এটি দেশের সেন্টার অফ একসেলেন্স হিসেবে পরিগণিত হবে বলে আমরা আশা করি। সাইবার অপরাধ তদন্তে পুলিশের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে সিআইডিতে একটি অত্যাধুনিক সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও সিআইডিতে ফিজিক্যাল ও বায়োলজিক্যাল এভিডেন্স বিশ্লেষণের জন্য আন্তর্জাতিক মানের ফরেনসিক ডিএনএ ল্যাবরেটরি, অটোমেটেড ফিঙ্গারপ্রিন্ট আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেম (AFIS), অটোমেটেড ব্যালেস্টিক আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেম (ABIS), ইমেজ এন্ড ভিডিও অ্যানালাইসিস সিস্টেমসহ সর্বাধুনিক ফরেনসিক ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- জাতিসংঘ, ইন্টারপোল ও বিভিন্ন দেশের পুলিশ বাহিনীর সাথে গোয়েন্দা তথ্য আদান প্রদান ও কারিগরি দক্ষতা বিনিময়ের মাধ্যমে জঙ্গি দমনের সকল প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। জঙ্গি তৎপরতা প্রতিরোধে দেশের অপরাপর সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমূহের সংগে বাংলাদেশ পুলিশ সার্বক্ষণিক সমন্বয় করে কাজ করে যাচ্ছে।
- বিগত কয়েক বছরে বিভিন্ন জঙ্গিগোষ্ঠীর সদস্যদের গ্রেপ্তারপূর্বক আইনের আওতায় আনা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মামলায় যথাযথ বিচারিক প্রক্রিয়ায় অপরাধীদের সর্বোচ্চ সাজাসহ বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে।

ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশ একটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এ দেশের মানুষের ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, অসাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য, সকল ধর্মাবলম্বীর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান একটি বহুত্ববাদী সমাজ ব্যবস্থার আদর্শ নিদর্শন। ফলতঃ এদেশের মানুষ কখনও জঙ্গিবাদ বা কোন চরমপন্থী মতবাদকে গ্রহণ করেনি। ধর্মীয় মৌলবাদ বা উগ্রপন্থার এদেশে প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা নেই। জঙ্গি গোষ্ঠীর আস্তানা তৈরির মত উর্বর ক্ষেত্র বাংলাদেশে অতীতে কখনও ছিল না, বর্তমানেও নেই, আর ভবিষ্যতেও সম্ভাবনা নেই বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৩ মাঘ ১৪২২
২৬ জানুয়ারি ২০১৬

বাণী

প্রতিবছরের ন্যায় এবারও উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে পুলিশ সপ্তাহ ২০১৬ উদ্‌যাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি বাংলাদেশ পুলিশের বর্তমান ও প্রাক্তন সদস্যদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে পুলিশ বাহিনী মহান মুক্তিযুদ্ধে সর্বপ্রথম ঢাকার রাজারবাগে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। দেশকে স্বাধীন করায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। পুলিশ বাহিনীর বীর সদস্যগণ যাঁরা দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁদের স্মৃতির প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, উন্নয়ন, প্রগতি, জননিরাপত্তা ও সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে আধুনিক পুলিশ বাহিনীর কোন বিকল্প নেই। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখনই দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে পুলিশ বাহিনীর দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আধুনিকায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নতুন প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ এবং জনবল বৃদ্ধির মাধ্যমে পুলিশকে আরও বেশী জনবান্ধব এবং পুলিশি সেবাকে দেশের মানুষের জন্য আরও সহজলভ্য ও কার্যকর করতে আমাদের সরকার বাংলাদেশ পুলিশের উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে, যার সুফল ইতোমধ্যে দেশের জনগণ পেতে শুরু করেছেন।

জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও স্থানীয় চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশ পুলিশের ভূমিকা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। দেশের সকল প্রয়োজন ও সঙ্কটকালে বাংলাদেশ পুলিশ জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধানে দেশপ্রেম, নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনেও পুলিশের সাফল্য ও গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা বাংলাদেশকে বৈশ্বিক পরিমন্ডলে অনন্য মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে।

আমি আশা করি, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন–এ মূলমন্ত্রে উদ্দীপ্ত হয়ে জননিরাপত্তা বিধান এবং জনবান্ধব পুলিশি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিটি সদস্য আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাবেন। সেবা প্রত্যাশী মানুষকে স্বল্পতম সময়ে কাঙ্খিত সেবা প্রদান করে জনগণের আস্থা ও ভালবাসা অর্জন করবেন। সরকারের অঙ্গীকার 'রূপকল্প-২০২১' ও রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নে অন্যতম নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করবেন।

মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে দেশপ্রেম ও জনসেবার মহান আদর্শকে সমুন্নত রেখে বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিটি সদস্য পেশাদারিত্বের সাথে নিরলসভাবে দায়িত্ব পালন করবেন–এটাই জাতির প্রত্যাশা।

আমি পুলিশ সপ্তাহ ২০১৬ উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

ইন্সপেক্টর জেনারেল
বাংলাদেশ পুলিশ

বাণী

পুলিশ সপ্তাহ ২০১৬ উদ্‌যাপনের শুভলগ্নে বাংলাদেশ পুলিশের সকল সদস্যসহ দেশের সর্বস্তরের নাগরিকদের জানাই প্রাণঢালা শুভেচ্ছা।

বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, ইতিহাসের মহানায়ক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বীর বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন মহান মুক্তিযুদ্ধে। দীর্ঘ ন'মাসের রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংগ্রামে লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমাদের অর্জন স্বপ্নের স্বাধীন বাংলাদেশ। যাঁদের অমূল্য প্রাণের বিনিময়ে এ রক্তস্নাত স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে, তাঁদের সকলকে আমি এ শুভ মুহূর্তে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।

মুক্তিযুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়া পুলিশের যোগ্য উত্তরসূরীরা দেশ ও দেশের মানুষের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করতে কখনো কুণ্ঠাবোধ করেনি। স্বাধীনতা উত্তর অশুভ শক্তি যখনই দেশের শান্তি শৃঙ্খলা বিনষ্ট করতে চেয়েছে, রাজনৈতিক আন্দোলনের নামে সহিংসতা, ধ্বংসাত্মক ও মানুষ হত্যার মত জঘন্য ও নির্মম কার্যকলাপের মাধ্যমে দেশকে অস্থিতিশীল করতে চেয়েছে তখনই বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দৃঢ় মনোবল নিয়ে শক্ত হাতে তাদেরকে দমন করেছে। জাতির জনকের তনয়া গণতন্ত্রের মানসকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যোগ্য ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশকে একটি আধুনিক, নিরাপদ ও সমৃদ্ধ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে যে নিরন্তর প্রয়াস চলমান তার সাথে সহযোদ্ধা হিসেবে পুলিশের প্রতিটি সদস্য কাজ করে যাচ্ছে।

প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশ এবং বিশ্বায়নের প্রভাব মানুষের পারিবারিক, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক জীবন ধারাকে প্রতিনিয়তই বদলে দিচ্ছে। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে পরিবর্তিত হচ্ছে অপরাধের ধরণ। অপরাধীরা বেছে নিচ্ছে অপকর্মের নানা কৌশল। প্রযুক্তি নির্ভর যুগে শত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বাংলাদেশ পুলিশ অপরাধের মূল উৎপাটনের দুরূহ কাজটি অত্যন্ত সফলতার সাথে করে যাচ্ছে। কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রমের মাধ্যমে পুলিশ আধুনিক ও গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জনগণের সাথে সেতু বন্ধন গড়ে জনগণের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখছে। দেশের প্রতি অগাধ ভালোবাসার সাথে নিজের মেধা ও প্রজ্ঞার সমন্বয় ঘটিয়ে শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক ধারাকে অব্যাহত রাখার দৃঢ় প্রত্যয়ী বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যরা অপরাধ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি স্বাধীনতাবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির রাষ্ট্রবিরোধী অপতৎপরতা দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সাথে মোকাবেলায় অবিচল থাকবে-এ আমাদের প্রতিজ্ঞা।

সেবাকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌছে দিতে যে ধরনের বিস্তৃতি ও সক্ষমতা অপরিহার্য সেদিকে বর্তমান সরকারের সদাশয় আন্তরিকতা রয়েছে। আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশ পুলিশের গৌরবময় সফলতা আগামী দিনগুলোতেও বাংলাদেশকে একটি নিরাপদ, জঙ্গি ও সন্ত্রাসমুক্ত আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে বাংলাদেশ পুলিশের গর্বিত সদস্যদের সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে অনুপ্রেরণা যোগাবে।

পুলিশ সপ্তাহ ২০১৬ উদ্‌যাপন সার্বিকভাবে শুভ ও সফল হোক-এ কামনা করি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

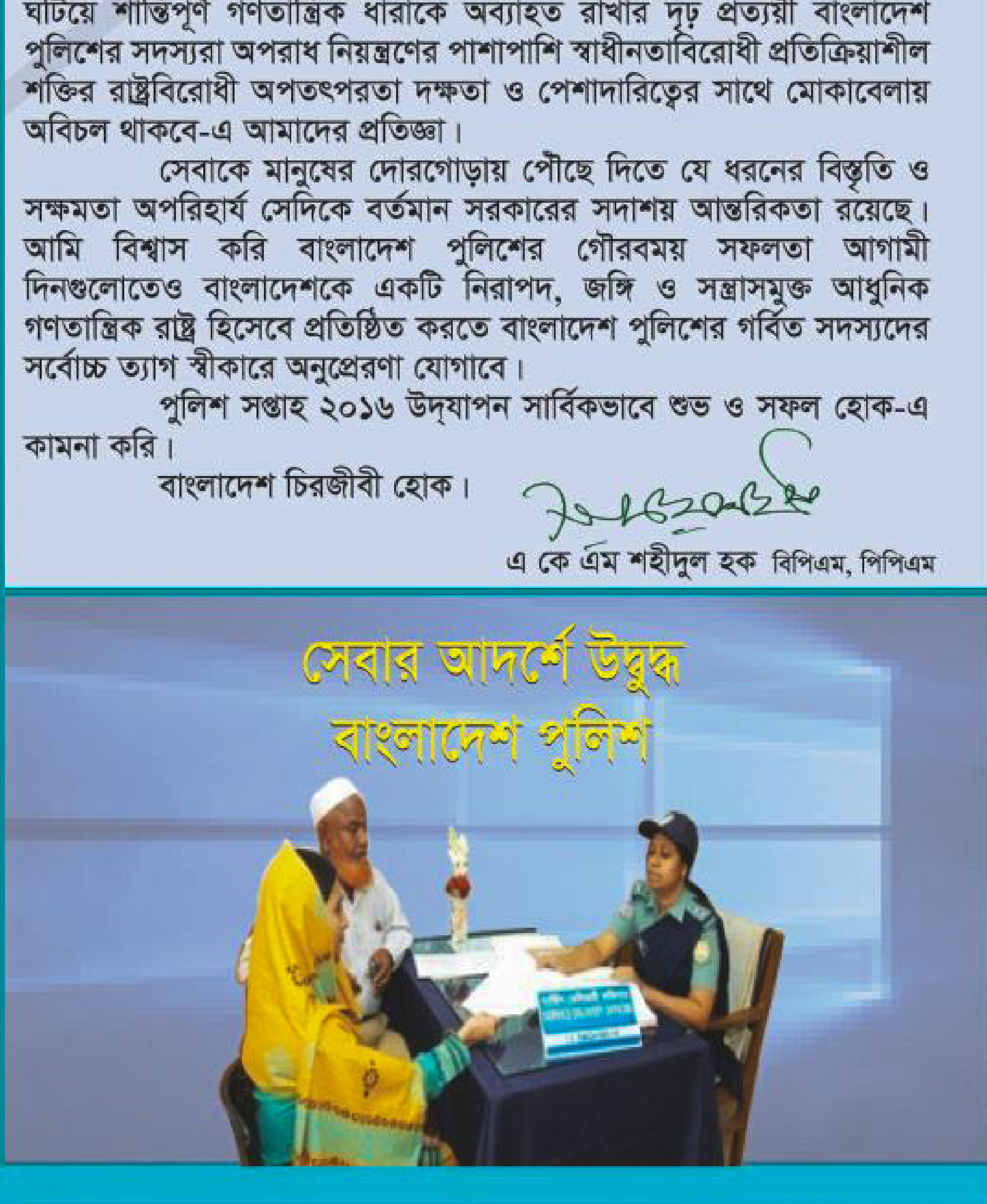এ কে এম শহীদুল হক বিপিএম, পিপিএম